দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 26 NOV 1986 ...
পৃষ্ঠা ... ... ৮কলাম ... । ... ...

উপজেলা পরিক্রমা

তাড়াশ

।। মোঃ শরীফুল ইসলাম শরীফ ।।

সিরাজগঞ্জ জেলার একটি অবহেলিত জনপদের নাম তাড়াশ। লোকসংখ্যা ৫৭ হাজার ৫শ' ৬২ জন। ইউনিয়ন সংখ্যা ৮টি। আয়তন ১১৬ বর্গমাইল। গাড়ো উপজাতি ও হিন্দু শ্রেণীর বসবাস বেশী। এখানে বহু বছরের প্রাচীন দালানের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন এখনো বিদ্যমান। অত্র উপজেলার অধিবাসী কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল।

কৃষি

তাড়াশ উপজেলার কৃষকগণ মাত্র ২টি মওসুমে ধানের চাষ করে সারা বছরের খোরাক জোটায়। তাড়াশের উত্তরাঞ্চলে ভাল আবাদ হয়। বর্তমানে ইরি আবাদের প্রচলনও শুরু হয়েছে। এ অঞ্চলের মাটি দারুণ শক্ত। প্রধান উৎপন্ন ফসলের মধ্যে রয়েছে ধন, পাট, গম, রাই, তরমুজ। তাড়াশ উপজেলার জমির পরিমাণ ৭৪ হাজার ২৪০ একর। আবাদী জমির পরিমাণ ৬৫ হাজার ৪৮০ একর। অনাবাদী জমির পরিমাণ ৮ হাজার ৭৬০ একর। তাড়াশে প্রচুর মাছের চাষ হয়। তাড়াশ তাল গাছের জন্য বিখ্যাত।

যোগাযোগ

বছরে ৬ মাসই যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ থাকে। বর্ষার দিনে পায়ে হাঁটা আর নৌকা ছাড়া যোগাযোগের অন্য কোন মাধ্যম নেই। একটি মাত্র বাস তাড়াশ রোডে চলে তাও মাঝে-মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তা খারাপের জন্য এই রোডে কেউ বাস চালাতে চায় না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

তাড়াশ উপজেলায় বেসরকারী কলেজ ১টি, বেসরকারী হাই স্কুল ৬টি, বেসরকারী গার্লস স্কুল ১টি, সিনিয়র মাদ্রাসা ১টি, সরকারী প্রাইমারী স্কুল ৪৮টি, বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল ১৬টি। প্রাইমারী থেকে শুরু করে কলেজ পর্যন্ত প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন আসবাবপত্র ইত্যাদির অভাব ও অন্যান্য মঞ্জুরী থেকে বঞ্চিত।

স্বাস্থ্য

তাড়াশ উপজেলায় ১টি নামেমাত্র হাসপাতাল। তাতে ডাক্তার সংখ্যা ৪ জন। ডাক্তাররা নিয়মিত হাসপাতালে আসেন না।

হাট-বাজার

তাড়াশ উপজেলায় হাটের সংখ্যা ৬টি ও বাজার ১টি। বর্ষার সময় হাট-বাজারগুলোতে পানি উঠে। হাট-বাজারগুলোতে সময় সময় নোংরা পরিবেশ বিরাজ করে।

সমবায়

তাড়াশ উপজেলায় কৃষক সমবায় সমিতি রয়েছে ১৯৩টি, ভূমিহীন সমবায় সমিতি ১টি এবং ১টি রেজিষ্ট্রিকৃত সমবায় সমিতি আছে।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

নামমাত্র বিদ্যুৎ ব্যবস্থা থাকলেও অধিকাংশ ইউনিয়নে এখনো বিদ্যুৎ পৌছেনি। নিয়মিত বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য জনসাধারণ বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল নয়।